দৈনিক ইত্তেফাক

APR 1 1 2007

জাতীয় আরকাইভস ঃ আমাদের ঐতিহ্য

সালমা ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরকাইভাল নথিপত্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত ২৫ বছরের উর্ধ্বের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রকেই আরকাইভস বলা হয়। আরকাইভসের নথিপত্রাদি অন্য সকল তথ্য সেবাদানকারী সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই আরকাইভস এত মূল্যবান।

বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ ১. আরকাইভসের সাথে নথি সৃষ্টিকারী সংস্থার সম্পর্ক রয়েছে। আরকাইভসের দলিল-দস্তাবেজ থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কার্যাবলী, কার্যপ্রণালী, সাংগঠনিক বিষয়বস্তুসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়।

২. আরকাইভসের আইনগত ও দাপ্তরিক চরিত্র রয়েছে। আরকাইভসের নথিপত্রাদির বিষয়বস্তু কোনভাবেই পরিবর্তন করা যায় না। তাছাড়া আরকাইভসের নথি কোর্টে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৩. আরকাইভসের নথি সর্বজন স্বীকৃত। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য একটি রেকর্ড সৃষ্টি হয় এবং এই নথি আর অন্য কোথায়ও সৃষ্টি হয় না।

৪. আরকাইভসের নথি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ের কর্ম সম্পাদনের জন্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বর্তমানে নিম্নলিখিত কাজগুলি করে থাকেঃ

♦ সরকারের সকল নথিপত্রের আইনগত সংরক্ষক নিরাপত্তা বিধান করা; ♦ সরকারী নথিপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান; ♦ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; ♦ ব্যক্তিগত নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; ♦ সরকারী প্রকাশনা ও মুদ্রিত সামগ্রী, সংবাদপত্র সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

♦ প্রশাসক, গবেষক এবং জনসাধারণকে গবেষণার কাজে সহায়তা প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করা;

♦ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;

♦ সরকারী সংস্থার নথিপত্র ইনসপেকশন করা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নথির মূল্যায়ন করা এবং জাতীয় আরকাইভস-এ স্থানান্তর করা;

♦ রেকর্ড এবং আরকাইভস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে টেকনিক্যাল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উপদেশ প্রদান;

♦ জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিসেবে কাজ করা; ♦ বাংলাদেশ সংক্রান্ত সকল দলিলপত্রের মূল বা যে কোন ধরনের কপি বিদেশী আরকাইভস বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা; ♦ সকল সরকারী সংস্থাগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক ও যথাযথ নথি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা; ♦ বিদেশী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি হলঃ ♦ নথি ব্যবস্থাপনা; ♦ আরকাইভস ব্যবস্থাপনা; ♦ কনজারভেশন (সংরক্ষণ ও মেরামত); ♦ সাধারণ প্রশাসন; ♦ জনসংযোগ ও রেফারেন্স সার্ভিস; ♦ লাইব্রেরী; ♦ প্রদর্শনী; ♦ রিপ্রোগ্রাফি/ মাইক্রোফিল্মিং; ♦ সংবাদপত্র ও প্রেসক্লিপিংস; ♦ ম্যাপ; ♦ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথিপত্র।

বিগত ২৭ বৎসর বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস বিভিন্ন উৎস থেকে ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংগ্রহ করেছে। এ সকল দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত নথিপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

জেলা রেকর্ডস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত কয়েক হাজার জেলা রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। এই জেলা রেকর্ডগুলোতে সরকার ও জেলা প্রাশাসনের মধ্যে যে সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়েছে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রথমিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রশাসনের সাথে এবং বিশেষ করে কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় প্রশাসনের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের বিবরণ জেলা রেকর্ডগুলিতে রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা কালেক্টর ও তার অধীনস্থ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় লোকজনের প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্র, স্মারকলিপি, প্রতিবেদন, দরখাস্ত, দাপ্তরিক দলিলপত্র এবং স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে এসব জেলা রেকর্ড। এসব রেকর্ড মূলত প্রাচীন হস্তলিপিতে লিখিত দলিলপত্র তবে এগুলির মধ্যে কিছু কিছু চিঠিপত্র নথি আকারেও দেখা যায়। জেলাগুলি হল চট্টগ্রাম, বগুড়া, কুমিল্লা, ঢাকা, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, সিলেট, পাবনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, যশোর, বগুড়া। এই রেকর্ডগুলির সময়কাল ১৭৬০ হতে ১৯০০ পর্যন্ত এবং এর সংখ্যা প্রায় দুই হাজারের মত।

বাংলা সরকারের প্রসিডিংস ও ফাইলপত্র ঃ পূর্ববাংলা সরকারের ১৮৫৯-১৯৬৪ সময়কালের বিপুল পরিমাণ প্রসিডিংস ও ফাইলপত্র সংগ্রহ করেছে। এ সকল নথিপত্রের মূল উৎস হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক লেন-দেন এবং পরবর্তীকালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার নথিপত্র ঃ এই নথিগুলি ১৮৯৮-১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের। এতে রয়েছে রাজস্ব, বিচার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস, প্রাশসনিক, হিসাব, উনয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত নথিপত্র।

৪. কালেক্টরেট রেকর্ডস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের কয়েকটি জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডরুম থেকে বিপুল পরিমাণ জেলা কালেক্টরেট রেকর্ডস সংগ্রহ করেছে। এগুলি হল ঢাকা কালেক্টরেট রেকর্ডস ১৮৮৯-১৯৬০; যশোর কালেক্টরেট রেকর্ডস ১৭৮৬-১৮৬৮, ময়মনসিংহ কালেক্টরেট রেকর্ডস ১৮৮০-১৯৬৩ এবং বগুড়া কালেক্টরেট রেকর্ডস ১৮৪৬-১৮৭৬। এ সকল রেকর্ডস থেকে তৎকালীন কালেক্টরেট -এর কর্মকাণ্ড ও জেলাসমূহ সম্পর্কে প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৫. সিলেট প্রসিডিংস ও ফাইলপত্র ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ১৮৭৪ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর ১৯৪৭ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং এই জেলার সকল কর্মকান্ড সরকারের নির্দেশনায় পরিচালিত হত। ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগের পর এই সকল রেকর্ডের কিছু অংশ পূর্ববঙ্গ সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। এই রেকর্ডগুলি সাধারণত সিলেট প্রসিডিংস নামেই পরিচিত এবং এগুলি ১৮৭৪-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই রেকর্ডগুলি ঔপনিবেশিককালের সিলেটের মানুষের জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের মূল্যবান তথ্যভান্ডার।

৬. পুরাতন ম্যাপ ঃ উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ের বাংলা তথা বিভাগ, জেলা ও থানাওয়ারী প্রচুর পরিমাণ ম্যাপ সংগ্রহ করেছে। এর সময়কাল ১৮৫৪-১৯৬৭ পর্যন্ত। সংগৃহীত ম্যাপের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন থানা ম্যাপ, জেলা ম্যাপ, পরগনা ম্যাপ, নদীর ম্যাপ, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ম্যাপ, আসাম ও বাংলা প্রদেশের ম্যাপ, রেলওয়ে ম্যাপ ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ম্যাপ, তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ম্যাপ ইত্যাদি।

৭. সরকারী প্রকাশনা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস সরকারী প্রকাশনা যেমন- দুষ্প্রাপ্য প্রশাসনিক রিপোর্ট, অধ্যাদেশ পার্লামেন্টারি দলিলপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করছে। এই রেকর্ডগুলির সময়কাল (১৮০০-১৯৭২)।

৮. সরকারী গেজেট ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ১৯৮৩ সাল থেকে কলিকাতা গেজেট সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া আরও সংগ্রহ রয়েছে পাকিস্তান গেজেট ও ঢাকা গেজেট। ১৯৭৩ সালের পর হতে বাংলাদেশ প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারি নিয়ন্ত্রকের অফিস হতে নিয়মিত বাংলাদেশ গেজেট সংগ্রহ করা হচ্ছে।

৯. এষ্টেট রেকর্ড ঃ পূর্ব বাংলার অন্যতম নেতৃস্থানীয় দু'টি জমিদার পরিবারের ভূমি সংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ (১) ভাওয়াল রাজ এস্টেট রেকর্ডস (১৮৮৪-১৯৪৬); (২) ঢাকা নওয়াব এস্টেট রেকর্ডস (১৮২০-১৯৪৭)।

১০. পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রেকর্ডস ঃ ১৯৬২-৭৫ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের খুব সামান্য পরিমাণ দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নথিপত্র হল (১) সংস্থাপন, (২) ফিনান্স, (৩) কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, (৪) রাজনৈতিক ও (৫) ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত।

১১. সংবাদপত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবে ইনস্টিটিউট, প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য উৎস থেকে ১৮৭৮-১৯৯৮ সময়কা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ও সাময়িকী করেছে।

১২. বাংলাদেশ কর আপীল বিভাগের নথি বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস সম্প্রতি আপীল বিভাগ থেকে প্রায় চার হাজার সংগ্রহ করেছে।

১৩. প্রেস ক্লিপিংস ঃ বাংলাদেশ সরকারে ইনফরমেশন বিভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রেস ক্লিপিংস সংগ্রহ করেছে। এই স মধ্যে রয়েছে ১৯৬২-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

১৪. প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস দেশের ব প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে। এসবের মধ্যে রয়েছে বরিশাল জেলা স্কুল, পগোজ ও সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল, রাজশাহী নবাবগঞ্জের হরিমোহন ইনষ্টিটিউট, যশোরের সতিস বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও গঙ্গারাম প্রসন্ন কুমার উচ্চ বিদ্যালয়।

১৫. স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নথিপত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে স্বাধীনতা ও স সংক্রান্ত বেশকিছু নথিপত্র, গ্রন্থ ও সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে উল্লে হল জয় বাংলা পত্রিকা ও মুজিবনগরের নথিপত্র ইত্যাদি।

১৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ইউনেস্কোর অনুমোদ ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব আরকাইভস-এর অন্যতম সদস্য। এতদ্ব্যতীত বাংলাদে আরকাইভস আই,সি,এ-এর দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার আঞ্চলিক শাখা সোয়ারবিকার সদস্য

উপসংহার ঃ জাতির জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃ বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এই বিশেষ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকল তথ মাধ্যমে জাতীয় সত্তা ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আরকাইভস একটি জা ধারক ও বাহক। তাই একে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথাযথ সংরক্ষণ উচিত। সমৃদ্ধ জাতির জন্য চাই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আর গৌরবোজ্জ্বল সুসংগঠিত আরকাইভস। সুতরাং সুসংগঠিত আরকাইভস প্রতিষ্ঠা করা যে বে সাংবিধানিক দায়িত্ব। [অসমাপ্ত]

জাতির জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি। বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মূলত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকল তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সত্তা ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আরকাইভস একটি জাতির সকল কর্মকান্ডের ধারক ও বাহক। তাই একে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথাযথ সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সমৃদ্ধ জাতির জন্য চাই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের জন্য চাই সুসংগঠিত আরকাইভস।